হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৯২৮/ ২০২২

মোঃ রাশেদ ওরফে জসিম উদ্দিন

------অভিযোগকারী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র এবং অন্য

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উজ্জল পাল

----দরখাস্তকারীপক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ শহিদুল ইসলাম খান (লিটন)

-----২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ২৭.০২.২০২৩,০৭.০৩.২০২৩, ১২.০৩.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৪.০৩.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, নওঁগা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল নং-৯২/২০২০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.০২.২০২২ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

অত্র রুলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যেঃ-

দরখাস্তকারী মোঃ রাশেদ ওরফে জসিম উদ্দিন ২নং প্রতিপক্ষ মোঃ ইমরান এর বিরুদ্ধে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ মোতাবেক মোকদ্দমা দায়ের করলে বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ, ৩য় আদালত, নওঁগা কর্তৃক দায়রা মামলা নং ১৭৭৩/২০১৬ (সি, আর মামলা নং ৭৩/২০১৬ হতে উদ্ভুত) শুনানীঅন্তে বিগত ইংরেজী ০৮.০১.২০২০ তারিখে আসামী মোঃ ইমরান-কে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে উক্ত ধারার অপরাধে ০১(এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। উক্ত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ আসামী মোঃ ইমরান ফৌজদারী আপীল নং ৯২/২০২০ দাখিল করলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, নওঁগা শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০১.০২.২০২২ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশমুলে ফৌজদারী আপীলটি মঞ্জুর করে আসামী মোঃ ইমরানকে উক্ত ধারার অভিযোগ থেকে অব্যহতি প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগকারী ২নং প্রতিপক্ষ মোঃ রাশেদ ওরফে জসিম উদ্দিন ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৯ এবং ৪৩৫ ধারায় অত্র ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমাটি দরখাস্ত দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন। দরখাস্তকারীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব উজ্জল পাল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে ২নং প্রতিপক্ষ মোঃ ইমরান এর পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ শহিদুল ইসলাম খান (লিটন) উপস্থিত হয়ে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব উজ্জল পাল এবং ২নং বিবাদীপক্ষের পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ শহিদুল ইসলাম খান (লিটন) এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় যুগ্ম দায়রা জজ, তৃতীয় আদালত, নওগাঁ কর্তৃক দায়রা মামলা নং- ১৭৭৩/২০১৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরজী ০৮.০১.২০২০ তারিখের রায় নিম্ন অবিকল অনুলিখন হলাঃ** *রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে, আসামী মোঃ ইমরান নালিশকারীর পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য বিগত ২০.১০.২০১৫ ইং তারিখে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, নিয়ামতপুর শাখা নওগাঁর হিসাব নং- ০০১৪৩৩৪০০৪৭৬৬, চেক নং- NSB/R- ৮৪৪৭১০৪, মূল্যমান ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করেন। নালিশকারী চেকটি নগদায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায় জমা প্রদান করলে আসামীর হিসাবে অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে তা বিগত ০৪.০১.২০১৬ ইং তারিখে ডিজঅনার হয়। টাকা পরিশোধের জন্যে পরবর্তীতে আসামীকে ০৭.০১.২০১৬ ইং তারিখে রেজিঃ ডাকা যোগে ল্যিাল নোটিশ প্রদান করা হয়; যা আাসমী বিগত ২৮.০২.২০১৬ ইং তারিখে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে স্বাক্ষর করে গ্রহণ করেন। তারপরও আসামী টাকা পরিশোধ না করায় নালিশীকারী বগত ১০.০৪.২০১৬ ইং তারিখে অত্র মামলা আনয়ন করেন।* *মামলার ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আসামীর বিরুদ্দে নিগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারা মোতাবেক অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন এবং মামলাটি বিচারের নিমিত্তে বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালতে প্রেরণ করেন। বিজ্ঞ দায়রা জজ আসামীরা বিরুদ্ধে উক্ত ধারায় অপরাধ আমলে গ্রহণ করতঃ মামলাটি বিচারের জন্য অত্র আদালতে প্রেরণ করেন।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালত হতে মামলার নথী প্রাপ্তি অন্তে অত্র আদালতে বিগত ২০.০২.২০১৭ ইং তারিখে রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য শ্রবন করে পিটিশন অব কমপ্লেন্ট ও উহার সহিত সংযুক্ত কাগজাত পর্যালোচনা করে আসামীর বিরুদ্ধে নিগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারা মোতাবেক অভিযোগ গঠন করার মত যথেষ্ট উপাদান বিদ্যমান থাকায় তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত ধারা মোতাবেক আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠন করেন। আসামী পলাতক থাকায় গঠিত অভিযোগ আসামীকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো সম্ভব হয়নি। *রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্তির পর ডকে উপস্থিত আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা হলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করে সাফাই সাক্ষী দিবে মর্মে এবং কাগজাদি দাখিল করবে না মর্মে আদালতকে অবহিত করেন। পরবর্তীতে আসামী পক্ষ হতে কোন সাফাই সাক্ষী প্রদান করা হয়নি।* ***বিচার্য বিষয়ঃ*** *১। আসামী মোঃ ইমরান, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, নিয়ামতপুর শাখা নওগাঁর হিসাব নং- ০০১৪৩৩৪০০৪৭৬৬ তে মূল্যমান ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক অপর্যাপ্ত তহবিলের কারনে প্রত্যাখানকৃত চেকটি ইস্যু করে ১৮৮১ সালের এস. আই. এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারার অপরাধ করেছে কিনা?* *২। রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা আসামীরা বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে কিনা?* *৩। আসামীকে শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে কিনা?* ***আলোচনা ও সিদ্ধান্ত*** *অত্র বিবেচ্য বিষয় সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে এবং বিষয়ের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর স্বার্থে একত্রে গৃহীত হল। মামলার অভিযোগ প্রমানার্থে রাষ্ট্রপক্ষে ০১ জন সাক্ষীকে উপস্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগকারী মোঃ রাশেদ ওরফে জসিম উদ্দিন পি, ডাব্লিউ- ১ হিসাবে নালিশের সমর্থনে মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, আসামী ইমরান। আসামী ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা কর্জ নেয়। পরে পরিশোধের জন্য ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চেক দেয় বিগত ২০.১০.২০১৫ ইং তারিখে। চেকটি বিগত ০৪.০১.২০১৬ ইং তারিখে ডিজঅনার হয়। আসামীকে লিগ্যাল নোটিশ দেয়া হয় বিগত ০৭.০১.২০১৬ ইং তারিখে। আসামী বিগত ২৮.০২.২০১৬ ইং তারিখে লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্ত হয়। আসামী টাকা না দিলে তিনি মামলা করেন। এই সাক্ষী আসামী প্রদত্ত মুল চেক প্রদর্শনী- ১, ডিজঅনার স্লিপ প্রদর্শনী- ২, RP, AD ও লিগ্যাল নোটিশ প্রদর্শনী- ৩ সিরিজ হিসাবে প্রমান চিহ্নিত করেন।* *আসামী পক্ষের জেরায় তিনি বলেন যে, আসামীর সাথে তার বন্ধুর মাধ্যমে পরিচয়। তার থেকে কবে আসামী টাকা নিয়েছে তারিখ আরজিতে লেখা নাই। তিনি কবে*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		টাকা দিয়েছেন তারিখ স্মরণ নাই। আসামী কোন স্থানে চেক দেয় তাও তিনি আরজিতে বলেননি ইহা সত্য। বালুডাঙ্গা চায়ের দোকানে চেক দিয়েছে। বিগত ২০.১০.২০১৫ ইং দুপুর ১২/১২.৩০ টার দিকে চেক দেয়। আসামী চেকের অংক লিখে দিয়েছে। সি. আর. ২১৮/১৫ (মহাঃ) মামলার বাদী রানা মোর্শেদ তার কেউ হয় না। সত্য নয় যে, রানা মোর্শেদ তার স্ত্রীর ভাই। রানা মোর্শেদ ইতিপূর্বে আসামীর বিরুদ্ধে চেকের মামলা করেছে কি না তা তিনি জানেন না। সত্য নয় যে, সেই মামলাতে ২টি চেক ফেরত দেবার কথা কিন্তু সে আসামীকে ফেরত না দিয়ে তার হাতে হস্তান্তর করে। আসামীর একটি মাত্র চেক তার কাছে আছে। এই চেক ছাড়া আর কোনটা নাই। সত্য নয় যে, তার ভগ্নিপতি রানা মোর্শেদ তার কাছে আসামীর ২টি চেক রক্ষিত রাখে যা সে ফেরত না দিয়ে তাকে দিলে তিনি মিথ্যা মামলা করেন। চেকের লেখা কার হাতের তা আসামী জানে। সত্য নয় যে, তিনি নিজে চেক পুরণ করে জিডঅনার করেছেন। তার নাম রাশেদ ওরফে জসিম তা প্রমানের জন্য কোন কাগজ আজ তার সাথে নেই। তিনি ডি. এম জসমি নামে জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করেছেন। আরজিতে রাশেদ ওরফে জসিম লিখা রয়েছে। সত্য নয় তিনি রাশেদ না তিনি জসিম উদ্দিন। আরজিতে চেক নং লিখা আছে N. S. B F- 844704. দাখিলীয় চেকের নং- N. S. B F- 844704. তিনি লিগ্যাল নোটিশ বিগত ০৭.০১.২০১৬ ইং তারিখে আসামীকে প্রদান করেন। বিগত ০৫.০১.২০১৬ ইং তারিখে লিগ্যাল নোটিশে আইনজীবী স্বাক্ষর করেন। PR, AD কোন পোষ্ট অফিসের তা তিনি জানেন না। সত্য নয় আসামী তাকে কখনই কোন চেক দেয়নি। সত্য নয়, আদালতে দাখিলীয় PR, AD ভুয়া। সত্য নয়, তিনি একজন প্রতারক, তিনি রাশেদ সেজে মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা করেছেন। *নালিশী অভিযোগ, সাক্ষীর সাক্ষ্য, প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজপত্র পর্যালোচনা এবং রাষ্ট্র পক্ষের উপস্থাপিত যুক্তিতর্ক বিশ্লেষণ করা হল। উপস্থাপিত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, পি, ডাব্লিউ- ১ এর জবানবন্দিতে প্রদত্ত তথ্য আরজি বর্নিত দাবিকে সমর্থন করে। আসামী পক্ষ পি, ডাব্লিউ-১ কে জেরা করে তার বক্তব্য হতে বিচ্যুত করতে সমর্থ হননি। সেই জন্যে পি, ডাব্লিউ- ১ এর জবানবন্দিতে উল্লেখিত বক্তব্যের সাক্ষ্যগত মূল্য ক্ষুন্ন হয়নি। পদর্শনী- ১ চিহ্নিত আসামী কর্তৃক প্রদত্ত নালিশী চেকটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত ২০.১০.২০১৫ ইং তারিখে ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার জন্য আসামী কর্তৃক চেকটি ইস্যু করা হয়। উক্ত প্রদর্শনী- ১ চিহ্নিত নালিশী ব্যাংক চেকটি আসামী মোঃ ইমরান কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত নয় এরূপ দাবি আসামীপক্ষ করলেও তৎসমর্থনে কোন দালিলিক কিংবা মৌখিক সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপনের চেষ্টা আসামীপক্ষ করেনি। প্রদর্শনী- ২ চিহ্নিত ডিজঅনার সার্টিফিকেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, আসামী ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, নিয়ামতপুর শাখা নওগাঁর একজন হিসাব গ্রহীতা এবং বিগত ০৪.০১.২০১৬ ইং তারিখে অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণেই নালিশী চেকটি ডিজঅনার*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হয়। প্রদর্শনী- ৩ সিরিজ চিহ্নি, PR, AD ও লিগ্যাল নোটিশ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী কর্তৃক আসামীকে বিগত ০৭.০১.২০১৬ ইং তারিখে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয় এবং আসামী নোটিশটি বিগত ২৮.০২.২০১৬ ইং তারিখে প্রাপ্ত হন। রাষ্ট্র পক্ষের দাবি নালিশী চেকটি অপর্যাপ্ত তহবিলের কারনে ফেরত আসার পর লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করে টাকা পরিশোধের জন্য আসামীকে ৩০ দিনের সময় প্রদান করা হয়। আসামী তারপরও পাওনা টাকা পরিশোধ করেনি কিংবা কোন যোগাযোগ রক্ষা করেনি। *অত্র মামলায় আসামী পক্ষে দাবি করা হয়েছে যে, সি. আর. ২১৮/২০১৫ (মহাঃ) মামলার বাদী রানা মোর্শেদ অত্র মামলার বাদীর স্ত্রীর ভাই। রানা মোর্শেদ ইতিপূর্বে আসামীর বিরুদ্ধে চেকের মামলা করেছে কি না তা বাদী জানেন না। সেই মামলাতে ২টি চেক ফেরত দেবার কথা কিন্তু সে আসামীকে ফেরত না দিয়ে বাদীর হাতে হস্তান্তর করে। আসামীর একটি মাত্র চেক বাদীর কাছে আছে। এই চেক ছাড়া আর কোনটা নাই। রানা মোর্শদ তার কাছে আসামীর ২টি চেক রক্ষিত রাখে যা সে ফেরত না দিয়ে বাদীকে দিলে বাদী মিথ্যা মামলা করেন। বাদী নিজে চেক পূরণ করে চেক ডিজঅনার করেছেন। বাদী রাশেদ না বাদী জসিম উদ্দিন। আসামী বাদীকে কখনই কোন চেক দেয়নি। বাদী কর্তৃক আদালতে দাখিলীয় RP, AD ভুয়া। বাদী একজন প্রতারক, বাদী রাশেদ সেজে মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামরা করেছেন। কিন্তু আসামী পক্ষ তার দাবির সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেনি এবং বাদীর মামলা মিথ্যা তা প্রমান করতে পারেনি সুতরাং আসামী তার ডিফেন্স কেস প্রমান করতে সক্ষম হয়নি বরং পি, ডাব্লিউ- ১ এর জেরায়ও আসামী তার ডিফেন্স কেস প্রমাণ করতে পারেনি মর্মে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়।* *নথি ও নথির সহিত সংযুক্ত কাগজাদি সহ পি, ডাব্লিউ- ১ এর মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তর্কিত চেক ইস্যু হওয়ার ০৬ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে চেকটি উপস্থাপন করা হয়েছে। ডিজঅনার হওয়ার তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে আসামীকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর অত্র মামলাটি আনয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ এন. আই. এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারার সকল আইনগত শর্তাবলী পুরণ পূর্বক অত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে। ফলে প্রদর্শনী চিহ্নিত নালিশী চেক, ডিজঅনার স্লিপ, PR, AD ও লিগ্যাল নোটিশ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় প্রসিকিউশন পক্ষ মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সুস্পষ্ট রূপে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে।* *সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, নিয়ামতপুর শাখা নওগাঁর হিসাব নং- ০০১৪৩৩৪০০৪৭৬৬ তে মূল্যমান ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার অপর্যাপ্ত তহবিলের কারনে প্রত্যক্ষানকৃত নালিশী চেকটি ইস্যু করে আসামী সন্দেহাতীত ভাবে ১৮৮১ সালে এন. আই. এ্যাক্টের ১৩৮ ধারায় শাস্তিযোগ্য*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অপরাধ করেছে। ফলে আসামীকে নিগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে সাজা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। তবে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় আসামীকে ০১ (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা সমীচিন বলে অত্র আদালত মনে করে। আলোচনা অন্তে বিচার্য বিষয়গুলি রাষ্ট্র পক্ষে অনুকূলে নিস্পত্তি করা হল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলার আসামী মোঃ ইমরান, পিতা মোঃ- তফের আলী, সাং- বিঞ্চপুর (খরপা), পোঃ ছাতরা, থানা- নিয়ামতপুর, জেলা- নওগাঁ এর বিরুদ্ধে নিগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারা মোতাবেক গঠিত অভিযোগ রাষ্ট্র পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হওয়ায় তাকে উক্ত ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থক্রমে ০১ (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং চেকে বর্নিত ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা হল। আদায়কৃত অর্থদন্ড নালিশীকারী প্রাপ্ত হবে। আসামীর জামিন বাতিল করা হল। তার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা সহ গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা হোক। আসামী ধৃত হওয়ার তারিখ হতে অথবা আত্মসমর্পনের তারিখ হতে উক্ত দন্ড কার্যকর হবে।

এতদ্বারা জরিমানার টাকা আদায়ের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জেলা কালেক্টর কে Cr. P. C এর ৩৮৬(১)(বি) ধারা মতে ক্ষমতা প্রদান করা হল।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অত্র রায়ের একটি করে অনুলিপি, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিজ্ঞ চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, নওগাঁ বরাবর প্রেরণ করা হোক।

কথিত মতে লিখিত ও সংশোধিত

স্বা/- অস্পষ্ট
০৮.০১.২০২০
(হাবিবা মন্ডল)
যুগ্ম দায়রা জজ
তৃতীয় আদালত, নওগাঁ।

স্বা/- অস্পষ্ট
০৮.০১.২০২০
(হাবিবা মন্ডল)
যুগ্ম দায়রা জজ
তৃতীয় আদালত, নওগাঁ।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, দ্বিতীয় আদালত, নওগাঁ কর্তৃক ফৌজদারী আপিল নং-৯২/২০২০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরজী ০১.০২.২০২২ তারিখের রায় নিম্ন অবিকল অনুলিখন হলাঃ

ইহা নওগাঁ জেলার যুগ্ম দায়রা জজ, ৩য় আদালত কর্তৃক দায়রা ১৭৭৩/২০১৬ মামলায গত ০৮.০১.২০২০ ইং তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশের অসম্মতিতে আনীত একটি ফৌজদারী আপিল।

দায়রা মামলায় অভিযোগ দরখাস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অত্র মামলার বাদী-

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মোঃ রাশেদ ওরফে জসিম উদ্দিন গত ১০.০৪.২০১৬ ইং তারিখে মোঃ ইমরানকে অভিযুক্ত করিয়া The Negotiable Instrument Act, 1881 এর 138 ধারায় অভিযোগ আনয়ন করেন। বাদীর মুল দরখাস্তের উল্লেখ করেন যে, আসামী মোঃ ইমরান বাদীর নকিট হইতে হাওলাদ স্বরূপ ৫,৫০,০০০/- টাকা গ্রহণ করেন। বাদী প্রয়োজনে উক্ত টাকা ফেরত চাইলে আসামী পরিশোধ করেন নাই। পরবর্তীতে আসামী উক্ত টাকা পরিশোধের জন্য গত ২০.১০.২০১৫ ইং তারিখে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড নিয়ামতপুর শাখা, নওগাঁও আসামীর নামীয় একটি চেক বাদীকে প্রদান করেন। বাদী চেকটি গত ০৪.০১.২০১৬ ইং তারিখ নগদায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিলে আসামীর হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় চেকটি ডিজঅনার হয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাদীকে একটি ডিজঅনার সার্টিফিকেট প্রদান করে। ফরিয়াদী গত ০৭.০১.২০১৬ ইং তারিখে ডাক যোগে টাকা পরিশোধের জন্য আসামীকে নোটিশ প্রদান করেন যাহা আসামী গত ২৮.০২.২০১৬ ইং তারিখে প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে আসামী বাদীকে চেকে উল্লেখিত টাকা প্রদান না করিলে বাদী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মামলার আনয়ন করেন। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত বাদীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারা মতে পরীক্ষা করিয়া অভিযোগ আমলে গ্রহণ করেন। মামলাটি প্রস্তুত করিয়া বিচারের জন্য জন্য গত ০৪.১০.২০১৬ ইং তারিখে জেলা দায়রা জজ আদালতে প্রেরণ করেন। জেলা দায়রা জজ গত ০৯.১১.২০১৬ ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়া বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য যুগ্ম দায়রা জজ, ৩য় আদালতে প্রেরণ করেন। বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ ৩য় আদালত আসামীর অনুপস্থিতিতে গত ২০.০২.২০১৭ ইং তারিখে অভিযোগ গঠন করিয়া ০১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। আসামীর উপস্থিতিতে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা কার্যক্রম সম্পাদন হয়। পরবর্তীতে যুক্তিতর্ক শুনানী অন্তে গত ০৮.০১.২০২০ ইং তারিখ আসামী- মোঃ ইমরান এর বিরুদ্ধে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর 138 ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ০১ (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং চেকে উল্লেখিত ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করেন। *আপিলকারী/আসামী নালিশী চেকে বর্ণিত ৫০% টাকা চালান যোগে জমা প্রদান করিয়া গত ১০.০৩.২০২০ ইং তারিখে বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালতে অত্র আপিল দায়ের করিয়া জামিন প্রদান করেন এবং আপিল মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য আদালতে প্রেরণ করিয়াছেন।* *উক্তরূপ রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে দন্ডিত আসামী অত্র ফৌজদারী আপিল মামলা আনয়ন করিয়া আপিল মেমোতে দাবী করিয়াছেন যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত মুল মামলটি বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া এবং আইনানুগত দিক সঠিকভাবে উপলবিদ্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়া আপিলকারী/আসামীকে রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন, যাহা রদ-রহিতযোগ্য এবং আসামী খালাস প্রাপ্ত হইবে।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

প্রসিকিউশন পক্ষের দাবী হইল, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সঠিকভাবে মূল মামলায় রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন। রায় ও দন্ডাদেশে হস্তক্ষেপযোগ্য নহে। ফলতঃ এই আপিল মামলাটি না-মঞ্জুর হইবে।

বিবেচ্য বিষয়

১। *নওগাঁ জেলার যুগ্ম দায়রা জজ, ৩য় আদালত কর্তৃক দায়রা ১৭৭৩/২০১৬ মামলায় গত ০৮.০১.২০২০ ইং তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ যথাযথ ও আইনানুগ কি?*

২। *আপিলকারী প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইতে পারে কিনা?*

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হইল। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নথি, অভিযোগ দরখাস্ত, নালিশী চেক, ডিজঅনার স্লিপ, লিগ্যাল নোটিশ, সাক্ষ্য তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ, আপিল মেমো ও নথিভুক্ত কাগজাদি পর্যালোচনা করিলাম।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অত্র মামলার বাদী মোঃ রাশেদ ওরফে জসিম উদ্দিন গত ১০.০৪.২০১৬ ইং তারিখে মোঃ ইমরানকে অভিযুক্ত করিয়া The Negotiable Instrument Act, 1881 এর 138 ধারায় অভিযোগ আনয়ন করেন। বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বাদীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারা মতে পরীক্ষা করিয়া অভিযোগ আমলে গ্রহণ করিয়া আসামীর প্রতি সমন ইস্যু করেন। মামলাটি প্রস্তুত করিয়া বিচারের জন্য গত ০৪.১০.২০১৬ ইং তারিখে জেলা দায়রা জজ আদালতে প্রেরণ করেন। জেলা দায়রা জজ গত ০৯.১১.২০১৬ ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়া বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য যুগ্ম দায়রা জজ, ৩য় আদালতে প্রেরণ করেন। বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ, ৩য় আদালত আসামীর অনুপস্থিতিতে গত ২০.০২.২০১৭ ইং তারিখে অভিযোগ গঠন করিয়া ০১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। আসামীর উপস্থিতিতে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা কার্যক্রম সম্পাদন হয়। পরবর্তীতে যুক্তিতর্ক শুনানী অন্তে গত ০৮.০১.২০২০ ইং তারিখ আসামী- মোঃ ইমরান এর বিরুদ্ধে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর 138 ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ০১ (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং চেকে উল্লেখিত ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করেন।

আপিলকারী/আসামী নালিশী চেকে বর্ণিত ৫০% টাকা চালান যোগে জমা প্রদান করিয়া গত ১০.০৩.২০২০ ইং তারিখে বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালতে অত্র আপিল দায়ের করিয়া জামিন গ্রহণ করেন এবং আপিল মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য অত্র আদালতে প্রেরণ করিয়াছেন।

নথি পর্যালোচনায় আরো দেখা যায়, অত্র মামলার বাদী মোঃ রাশেদ ওরফে জসিম উদ্দিন গত ১০.০৪.২০১৬ ইং তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া শপথ গ্রহণ পূর্বক

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জবানবন্দী প্রদান করেন। জবানবন্দী প্রদানকালে তিনি উল্লেখ করেন যে, তাহার চেকের টাকার পরিমান ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার তাহার দাখিলীয় ন্যাশনাল ব্যাংকের চেকে ৫,৫০,০০০/- টাকা উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু বাদী মোঃ রাশেদ ওরফে জসিম উদ্দিন সাক্ষ্য প্রদানকালে গত ৩০.০৭.২০১৭ ইং তারিখে শপথ গ্রহণ পূর্বক আদালতে উল্লেখ করেন যে, তাহার চেকের মূল্য ৫,০০,০০০/- টাকা অর্থাৎ আদালতে তাহার দাখিলীয় চেক এবং আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দী পরস্পর বিরোধী। বাদী মোঃ রাশেদ ওরফে জসিম উদ্দিন আসামী মোঃ ইমরানকে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন গত ০৫.০১.২০১৬ ইং তারিখে। লিগ্যাল নোটিশের ১২ নম্বর লাইনে উল্লেখ করা হয় গত ০৪.০১.২০১৫ ইং তারিখে আসামী কর্তৃক প্রদত্ত চেকটি ডিজঅনার হয়। কিন্তু প্রদর্শনী- ২ এ ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ডিজঅনার স্লীপ পর্যারোচনায় দেখা যায় যে, চেকটি ডিজঅনার হয় গত ০৪.০১.২০১৬ ইং তারিখে। এখানেও বাদীর লিগ্যাল নোটিশের সহিত ব্যাংকের প্রদত্ত জিডঅনার স্লীপ পরস্পর বিরোধী হওয়ায় আনীত চেকটি সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে। *বাদী মোঃ রাশেদ ওরফে জসিম উদ্দিন তাহার দাখিলীয় অভিযোগের ২য় পাতার ৪র্থ লাইনে উল্লেখ করিয়াছেন ন্যাশনাল ব্যাংক এ আসামী কর্তৃক প্রদত্ত চেকটির চেক নম্বর* $\frac{NSB}{F}$ *844704 কিন্তু প্রদর্শনী- ১ তথা ন্যাশনাল ব্যংকের চেকটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,* $\frac{NSB}{F}$ *844704। অর্থাৎ বাদীর অভিযোগে উল্লেখিত চেক নম্বরের সহিত ব্যাংক এর চেক নম্বরের সহিত কোন সাদৃশ্য নাই। এছাড়া বাদীর অভিযোগটি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হয় নাই।* *আদালত অত্র আসামী মোঃ ইমরান এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করিয়া গত ১৮.০৯.২০১৭ ইং তারিখে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষায় করেন। কিন্তু নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীর সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হয় গত ০১.০৮.২০১৯ ইং তারিখে। অর্থাৎ সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পাদন হওয়ার দুই বছর পূর্বে আদালত আসামীর পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়াছেন। অত্র মামলার বাদী মোঃ রাশেদ ওরফে জসিম উদ্দিন তাহার মামলায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে তাহার নামকে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি তাহার মূল অভিযোগে রাশেদ ওরফে জসিম নাম ব্যবহার করিয়াছেন। আবার তিনি যখন তাহার প্রদত্ত জবানবন্দী প্রদান পর স্বাক্ষর করিয়াছেন সেখানে উল্লেখ করিয়াছেন ডি. এম জসিম। আবার আসামী মোঃ ইমরান কর্তৃক প্রদত্ত চেকটি পর্যালোচনায় দেখা যায় সেখানে শুধুমাত্র রাশেদ ওরফে জসিম উদ্দিন লিখা রহিয়াছে।* *আপিল শুনানীকালে আপিলকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন যে, বাদী পক্ষে আনীত মামলাটি সম্পূর্ণ ভূয়া এবং সাজানো মামলা। প্রকৃত পক্ষে বাদী একজন সুদের ব্যবসায়ী এবং তিনি বিভিন্ন মানুষকে চেকের মাধ্যমে টাকা প্রদান করিয়া হয়রানী*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করিয়া থাকেন। রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী উক্ত বক্তব্য অস্বীকার করিয়াছেন। *অত্র মামলাটি জন্মগত ভাবেই ত্রুটিপূর্ণ। মামলা দায়েরের সময় বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধি আইনে ২০০ ধারায় জবানবন্দী গ্রহণ কালে অভিযোগের সহিত দাখিলীয় চেকের তুলনা করিলে অত্র মামলাটির জন্ম হইত না। এছাড়া লিগ্যাল নোটিশ এবং ডিজঅনার স্লীপ ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের উচিত ছিল। কিন্তু বিজ্ঞ ম্যাজিস্টেট তাহা ভালভাবে পর্যবেক্ষন না করায় এই মামলার জন্ম হয় এবং তাহা আপিল পর্যন্ত বিণপত্তির অপেক্ষায় রহিয়াছে। এছাড়াও বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ আদালত এর বিচারক সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করিয়া সঠিক ভাবে আসামীকে পরীক্ষা না করিয়া উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। একই ভাবে তিনি মামলার নথি এবং প্রদর্শিত কাগজপত্র পর্যালোচনা না করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন। যাহা কোন ভাবেই সঠিক হয় নাই।* *বাদী তাহার অভিযোগ এবং দাখিলীয় কাগজপত্র দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে তাহার অভিযোগ প্রমাণ করিবেন এটাই আইনের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু অত্র মামলার বাদীর মামলায় ধারাবাহিক ত্রুটি এবং অসঙ্গতি এটাই প্রমাণ করে যে তিনি স্বচ্ছ হাতে আদালতে আসেন নাই। সেকারণে অত্র মামলার আসামী মামলার দায় হইতে প্রতিকার পাওয়ার হকদার।* *সার্বিক বিচার বিশ্লেষনে আপিল শুনানীকালে অত্র আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আসামী পক্ষে আনীত আপিল মঞ্জুর যোগ্য। বিধায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালত যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা রদ-রহিত যোগ্য। উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে ফৌজদারী আপিল মামলাটি মঞ্জুর যোগ্য।* *অতএব,* *<u>আদেশ হয় যে,</u>* *অত্র ফৌজদারী আপিল মামলাটি শুনানী অন্তে মঞ্জুর (Allowed) করা হইল। নওগাঁ জেলার যুগ্ম দায়রা জজ, ৩য় আদালত কর্তৃক দায়রা ১৭৭৩/২০১৬ মামলায় গত ০৮.০১.২০২০ ইং তারিখের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ রদ রহিত (Set-aside) করা হইল। একই সাথে অত্র মামলার আপিলকারী/আসামী নিম্ন আদালত হইতে ব্যাংকে চালানযোগে যে টাকা জমা প্রদান করিয়াছেন তাহা উত্তোলন করিয়া লইতে পারিবেন। অত্র মামলায় আপিলকারীকে খালাস (Acquittal) প্রদান করা হইল। আপিলকারীর প্রতি ডব্লিউ/এ ইস্যু থাকিলে তা রিকল করা হউক।* *এই রায়ের অনুলিপিসহ S. C. R (Subordinate Court's Record) অতি সত্বর বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হউক।* *কথিত মতে লিখিত ও সংশোধিত।* *স্বা/- অস্পষ্ট* *স্বা/- অস্পষ্ট* *০১.০২.২০২২* *০১.০২.২০২২*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

(হাসান মাহমুদুল ইসলাম)
অতিরিক্ত দায়রা জজ
দ্বিতীয় আদালত, নওগাঁ

(হাসান মাহমুদুল ইসলাম)
অতিরিক্ত দায়রা জজ
দ্বিতীয় আদালত, নওগাঁ

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমলী আদালত, নওগাঁ এর আরজি মামলা নং- ৭৩/সি/২০১৬ এর আরজি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"মোকাম নওগাঁ নং আমলী আদালত

মামলা নং- ৭৩/সি/২০১৬

বাদী		*আসামী*
মোঃ রাশেদ ওরফে জসিম উদ্দিন		*মোঃ ইমরান*
পিতা- মোঃ মাহমুদ বক্স	*বনাম*	*পিতা- মোঃ তফের আলী*
সাং- চকপাথুরিয়া		*সাং- বিষ্ণপুর (খরপা)*
পোষ্ট, থানা ও জেলা- নওগাঁ।		*পোষ্ট- ছাতরা*
		থানা- নিয়ামতপুর
		জেলা- নওগাঁ।

সাক্ষীঃ

১। বাদী স্বয়ং।

২। ব্যবস্থাপক, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, নিয়ামতপুর শাখা, নওগাঁ।

ঘটনার বিবরণ সমূহঃ

চেক প্রদানের তারিখঃ- ২০.১০.২০১৫ ইং।

চেক ডিজঅনারের তারিখঃ- ০৪.০১.২০১৬ ইং।

লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণের তারিখঃ- ০৭.০১.২০১৬ ইং।

লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্তির তারিখঃ- ২৮.০২.২০১৬ ইং।

অভিযোগ ১৮৮১ সালে নিগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারা

বাদীর বর্ণনা মতে আরজী দাখিলে নিবেদন এই যে, বাদীর সহিত আসামীর বন্ধুত্বপূর্ণ ও ঘনিষ্ঠতা থাকায় আসামী বাদীর নিকট হইতে ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা চাহিবা মাত্র ফেরৎ দেওয়ার অঙ্গীকারে হাওলাদ চাহিলে বাদী সরল বিশ্বাসে আপনি ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা হাওলাত প্রদান করেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইলেও আসামী বাদীর উক্ত টাকা পরিশোধ না করিয়া নানারূপ তালবাহানা করিয়া অবশেষে উক্ত টাকা পরিশোধের জন্য আসামী গত ইং ২০.১০.২০১৫ তারিখে ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, নিয়ামতপুর শাখা, নওগাঁর একখানা চেক ইস্যু করেন। যাহার হিসাব নং- ০০১৪৩৩৪০০৪৭৬৬, চেক নং- $\frac{NSB}{F}$ 844704 । উক্ত চেকখানা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাদী নগদায়নের জন্য গত ইং ০৪.০১.২০১৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করিলে আসামী হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় অপর্যাপ্ত তহবিল (Insufficient Fund) মর্মে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড নিয়ামতপুর শাখা, নওগাঁ বাদী বরাবর একটি ডিজঅনার সার্টিফিকেট (স্মারক লিপি) প্রদান করেন। বাদী উক্ত বিষয়ে উল্লেখ করিয়া বাদীর পাওনাকৃত ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পরিশোধের নিমিত্তে আসামীকে আইনজীবীর মাধ্যমে গত ইং ০৭.০১.২০১৬ তারিখে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেন। আসামী উক্ত লিগ্যাল নোটিশ গত ইং ২৮.০২.২০১৬ তারিখে গ্রহণ করেন। আসামী লিগ্যাল নোটিশের বিষয়ে সম্যখভাবে জ্ঞাত হইয়াও নির্ধারিত মেয়াদ মধ্যে টাকা পরিশোধ না করায় আসামী N. I, Act 1881 এর 138 ধারার অপরাধ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় অত্র মামলার আসামীর বিরুদ্ধে N. I, Act 1881 এর 138 ধারার বিধান মোতাবেক আমলে গ্রহণ করিবার আদেশ হওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় বাদী পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হইবে।

বিধায় প্রার্থনা, বিজ্ঞ আদালত দয়া করিয়া আরজি বর্ণিত কারণে ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে অত্র মামলার আসামীর বিরুদ্ধে N. I, Act 1881 এর 138 ধারার বিধান মোতাবেক আমলে গ্রহণ করিয়া সমন দানে জেল হাজুতে আবদ্ধ রাখিয়া সাক্ষী তলবে সুবিচার করিতে মর্জি হয়। ইতি তাং।''

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ রাসেদ ওরফে জসিম উদ্দিন এর সাক্ষ্য নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

আসামী ইমরান। আসামী ৫ লক্ষ টাকা কর্জ নেয়। (অপাঠ্য) পরিশোধের জন্য ৫ লক্ষ টাকার চেক দেয় ২০.১০.২০১৫ ইং। চেকটি গত ০৪.০১.২০১৬ ইং ডিজঅনার হয়। লিগ্যাল নোটিশ দেই ০৭.০১.২০১৬ ইং। আসামী ২৮.০২.২০১৬ ইং নোটিশ প্রাপ্ত হয়। আসামী টাকা না দিলে মামলা করি। (অপাঠ্য) চেক প্রদর্শনী- ১। ডিজঅনার স্লিপ প্রদর্শনী- ২। PR, AD ও লিগ্যাল নোটিশ প্রদর্শনী- ৩ সিরিজ। আমি বিচার চাই।

XXX

আসামী অনুপস্থিত।

স্বা/- অস্পষ্ট
৩০.০৭.২০১৭

Recall

XXX

আসামীর সাথে আমার বন্ধুর মাধ্যমে পরিচয়। আমার থেকে কবে আসামী টাকা নিয়েছে তার তারিখ আরজীতে লেখি নাই। কবে টাকা দিয়েছি তার তারিখ মনে নাই। আসামী কোন সালে চেক দেয় তা আরজীতে বলি নাই ইহা সত্য। বালুভাঙ্গা চায়ের দোকানে চেক দিয়েছে। ২০.১০.২০১৫ ইং চেক দেয়, দুপুর ১২/১২.৩০ টার দিকে দেয়।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আসামী চেকের অংক লিখে দিয়েছে। ২১৮সি/১৫ মহাঃ মামলার বাদী রানা মোর্শেদ আমার কেউ হয়না। (অপাঠ্য) রানা মোর্শেদ আমার স্ত্রীর ভাই। রানা মোর্শেদ ইতিপূর্বে আসামীর বিরুদ্ধে চেকের মামলা করেছে কিনা জানি না। (অপাঠ্য) সেই (অপাঠ্য) ২টি চেক ফেরত দেবার কথা কিন্তু সে আসামীকে ফেরত না দিয়ে আমার হাতে হস্তান্তর করে। আসামীর একটি মাত্র চেক আমার কাছে আছে। এই চেক ছাড়া আর কোনটা নাই। (অপাঠ্য) আমার ভগ্নপতি রানা মোর্শেদ তার কাছে আসামীর ২টি চেক রক্ষিত আছে যা সে ফেরত না দিয়ে আমাকে দিলে আমি এই মিথ্যা মামলা করি। চেকের লেখা কার হাতের তা আসামী জানে। (অপাঠ্য) আমি নিজে চেক পূরণ করে ডিজঅনার করেছি।

স্বা/- অস্পষ্ট
১৮.০৯.২০১৭ ইং

রিকল

XXX

আমার নাম রাশেদ ওরফে জসিম তা প্রমানের জন্য কোন কাগজ আজকে আমার সাথে নেই। আমি ডি. এম জসিম নামে জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করেছি। আরজিতে রাশেদ ওরফে জসিম লিখা রয়েছে। সত্য নয় আমি রাশেদ না আমি জসিম উদ্দিন। আরজিতে চেক নং লিখা আছে N. S. B. F 8447104। লিগ্যাল নোটিশ ০৭.০১.২০১৬ ইং তারিখে আসামীকে প্রদান করি। ০৫.০১.২০১৬ ইং তারিখে লিগ্যাল নোটিশ আইনজীবী স্বাক্ষর করে। P. R, AD কোন পোষ্ট অফিসের জানিনা। সত্য নয় আসামী আমাকে কখনই কোন চেক দেয়নি। সত্য নয় আদালতে দাখিলীয় P. R, AD ভূয়া। সত্য নয় আমি একজন প্রতারক। সত্য নয় আমি রাশেদ সেজে মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা করেছি।

স্বা/- অস্পষ্ট
০১.০৮.২০১৯

নথি এবং সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, আইনের সকল প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পালন করে অত্র মোকদ্দমাটি দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত তর্কিত চেকটি এবং চেকের স্বাক্ষর জাল বলে আসামী দাবী করেন নাই। ফলে এটি স্বীকৃত যে, চেকটি অভিযোগকারী আইনসম্মতভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন। বিজ্ঞ আপীল আদালতের প্রদত্ত রায় ও আদেশ হস্তক্ষেপ যোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি দন্ডাদেশ পরিবর্তনপূর্বক চূড়ান্ত করা হলো।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, নওঁগা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল নং- ৯২/২০২০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.০২.২০২২ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ, ৩য় আদালত, নওগাঁ কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০১.২০২০ তারিখের রায় ও আদেশে প্রদত্ত দন্ডাদেশ (sentence) তথা ০১ (এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এবং চেকে বর্নিত ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড পরিবর্তন করে শুধুমাত্র ৫,৫০,০০০/- টাকা অর্থদন্ড প্রদান করা হলো। আসামী কর্তৃক জমাকৃত টাকা তথা ২,৭৫,০০০/- (দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা পরিবর্তিত দন্ডাদেশ (sentence) তথা ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড থেকে বাদ দিয়ে বক্রী ২,৭৫,০০০/- (দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে আসামী প্রদান করতে ব্যর্থ হলে দরখাস্তকারী উক্ত টাকা ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৮৬ ধারা মোতাবেক আদালতযোগে আদায় করে নিবেন। অত্র রায় ও আদেশের কপি প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে আসামী কর্তৃক আদালতে জমাকৃত চেকে বর্ণিত টাকার ৫০% দরখাস্তকারীকে প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।